যুগান্তর

MAY 2 2002

MAY 2 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৬ ...

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক দলীয়করণের অভিযোগ

দীপ আজাদ, *খুলনা ব্যুরো*

রাজনীতি ও সেশনজটমুক্ত দেশের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন চলছে ঢালাও দলীয়করণ ও ব্যাপক অনিয়ম। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, দায়িত্ব বণ্টন, জাতীয় সংবাদপত্র ক্রয়, বিজ্ঞাপন প্রদানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলীয়করণের ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে। সাড়ে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জিয়া কমপ্লেক্স নির্মাণের একটি প্রকল্প গ্রহণকে কেন্দ্র করে দলীয় রাজনীতিমুক্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। একনেক-এর অনুমোদনের পর প্রায় ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে ক্যাম্পাসে নির্মিত উপাচার্যের বাসভবনকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে রূপান্তর করা হয়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডহক ভিত্তিতে ১৭ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনের জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা এক শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়। এ ডিসিপ্লিনের প্রধান ও ছাত্র-শিক্ষকদের বিরোধিতার কারণে নিয়োগ পাওয়ার তিনদিনের মাথায় ওই শিক্ষক পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এছাড়া এসব নিয়োগ অনেক ক্ষেত্রে ডিসিপ্লিন প্রধানদের মতামতকে উপেক্ষা করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নির্দেশে বেশ কয়েকটি নিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল জাতীয় দৈনিক পত্রিকা বন্ধ করা হয়েছে। সিন্ডিকেট ও একনেক-এর অনুমোদনের পর প্রায় ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে ক্যাম্পাসে নির্মিত উপাচার্যের বাসভবনকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে রূপান্তর করা হয়েছে। অপরদিকে নতুন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আঃ কাদির ভুঁইয়ার বাসভবন-কাম আবাসিক অফিসের জন্য নগরীর নিরালা আবাসিক এলাকায় ১৬ হাজার টাকা মাসিক ভাড়ায় একটি বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে ক্যাম্পাসের প্রশাসনিক ভবনের পাশে উপাচার্যের জন্য দোতলা বাসভবন নির্মাণ করা হয়। অথচ এ ভবনে না উঠে নতুন উপাচার্য ভাড়া বাড়িতে বাস করছেন।

কম্পিউটার সায়েন্স, অ্যাগ্রোটেকনোলজি ও অর্থনীতিসহ ৫টি ডিসিপ্লিনে পাঁচজন শিক্ষককে অতীতের সব নিয়মনীতি উপেক্ষা করে ও ডিসিপ্লিন প্রধানদের কোন মতামত না নিয়ে সরাসরি উপাচার্যের মাধ্যমে এসব নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কম্পিউটার সায়েন্স ডিসিপ্লিনে যাকে এডহকভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে তার একাডেমিক ক্যারিয়ার অত্যন্ত নিচুমানের। তার ফলাফলে একটিও ফার্স্ট ক্লাস নেই। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে তিনি ব্যর্থ হন। আবার বুয়েটে মাস্টার্স ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন এমন একজনকে শিক্ষক নিয়োগ করায় ডিসিপ্লিনের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত অভিজ্ঞ অধ্যাপকরা আসতে চান না, দু'চারজন যারা রয়েছেন তারা এখন কোণঠাসা অবস্থায় আছেন। সরকার সমর্থক পরিচয়দানকারী শিক্ষকদের একটি গোষ্ঠী এখন সবকিছুর নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন। এসব কারণে স্বনামধন্য অধ্যাপক ও জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. মোঃ রহমত উল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেছেন। কর্মকর্তা-কর্মচারী সংগঠনও দলীয়করণ করা হয়েছে। মাত্র কয়েকমাস আগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রহলের উদ্বোধন করেন সাবেক উপাচার্য জাফর রেজা খান। অথচ কিছুদিন আগে শিক্ষামন্ত্রীকে এনে সেই হল পুনরায় উদ্বোধন করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীকে দিয়ে উদ্বোধনের আগে জাফর রেজা খানের নামফলক রাতের আঁধারে সরিয়ে ফেলা হয়। বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে সরকারি দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের কয়েকজনকে প্রশাসনে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।